# বিশ্বসভ্যতার পরিচিতি

১. **১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস এ গণনারীতি কাদের?**
ক. আরবীয়দের খ . মিশরীয়দের গ. দারিয়ূসের ঘ. ক্যাম্বাসেসের

## গ্রীক সভ্যতা

- **প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে-** গ্রীক সভ্যতায় (গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টায়)।
- **নদীর তীরে গড়ে উঠেনি-** গ্রীক সভ্যতা।
- **গ্রীকদের অবদান ছিল-** সভ্যতার ক্ষেত্রে।
- **সভ্যতা ছাড়া গ্রীকদের অবদান ছিল-** জ্যামিতি (উপপাদ্য), গণিত ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে।
- **গ্রীক সভ্যতার অন্যতম অবদান-** গণতন্ত্র।

## মিশরীয় সভ্যতা

- **মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-** নীলনদের তীরে।
- **সভ্যতায় মিশরীয়দের প্রথম অবদান-** কৃষিকাজ।
- **সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ছিল-** পিরামিড, লিখন পদ্ধতি, জ্যোতির্বিদ্যা।
- **মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম-** হায়রোগি-ফিক্স।
- **প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের বলা হত-** ফারাও।
- **নগর সভ্যতার সূচনা ঘটে-** মিশরে।
- **৩৬৫ দিনে বছর ৩০ দিনে মাস গণনা শুর করে-** মিশরীয়রা।
- **মিশরীয়দের সবচেয়ে বড় পিরামিডের নাম-** ফারাও খুফুর পিরামিড।
- **ফারাওদের মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা তৈরি করে-** মমি (পিরামিড)।
- **ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হত-** মিশরীয়দেরকে।
- **পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা দেন-** ফারাও ইখনাটন।
- **"মিশরকে নীল নদের দান" বলে অভিহিত করেছেন-** হেরোডোটাস।

## সিন্ধু সভ্যতা

- **সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠে-** পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে।
- **সিন্ধু সভ্যতায় নিদর্শন পাওয়া যায়-** পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থায়।
- **সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়-** ১৯২২ সালে।
- **সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক-** রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল, দয়া রাম সাহনী।
- **বাটখারা ব্যবহার শুর হয়-** সিন্ধু সভ্যতায়।
- **সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল-** দ্রাবিড় জাতি।
- **সিন্ধু সভ্যতা-** তাম্র যুগের।
- **সিন্ধু সভ্যতার গুরত্বপূর্ণ অবদান-** পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন।

## পারস্য সভ্যতা

- **পারস্যের সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন-** দারিয়ুস।
- **সভ্যতায় পারস্যদের অবদান ছিল-** ধর্ম সংস্কার।
- **পারস্যের ধর্মের নাম ছিল-** জরথুষ্টবাদ।
- **'জরথুষ্ট' ছিলেন-** প্রাচীন ইরানীদের ধর্মগুর।
- **প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল-** ইরান।
- **পারস্য সভ্যতার অপর নাম-** একমেনিড সভ্যতা।

## বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি

- **বাঙালী জাতিকে বলা হয়-** নিষাদ জাতি।
- **বাঙালী জাতি-** শংকর জাতি।
- **সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেন-** ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারণী।

- **সমগ্র বাংলা 'বঙ্গ' নামে ঐক্যবদ্ধ ছিল**- প্রাচীন আমলে।
- **সমগ্র প্রাচীন জনপদ একত্রিত করেন**- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- **মোঘল আমলে (সম্রাট আকবরের) বাংলা চিহ্নিত হয়েছিল**- সুবাহ-ঈ -বাঙ্গালা নামে।
- **সুবাহ-ঈ -বাঙ্গালা উলে-খ আছে**- আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে।
- **বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল**- অস্ট্রিক।
- **বাংলা নামের উৎপত্তি**- বঙ্গ থেকে।
- **সুলতানী আমলে বাংলাকে বলা হত**- বাঙ্গালাহ।
- **পর্তুগীজরা বাংলাকে বলত**- বেঙ্গালা।
- **ইংরেজরা বাংলাকে বলত**- বেঙ্গল।
- **বাংলা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব বঙ্গ নামে পরিচিতি পায়**- ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়।
- **ইংরেজরা বাংলাকে বেঙ্গল বলত**- ১৯৪৭ সাল পর্যন্ড়।
- **ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্ড়ান শব্দটি পাকিস্ড়ানের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়**- ১৯৫৬ সালের ২৩ শে মার্চ।
- **বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার শুর" হয়**- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
- **প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলতে বুঝায়**- আধুনিক মালদহ (কর্ণসুবর্ণ) অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকটবর্তী অঞ্চলকে।
- **বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে**- সম্রাট অশোকের আমলে।
- **আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম**- বেদ।

## বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহ

- **বাংলার প্রাচীন উলে-খযোগ্য জনপদ**- বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, সমতট, রাঢ় ও হরিকেল।
- **চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বর্ণনা অনুযায়ী বাংলায় জনপদ ছিল**- ৫টি।
- **সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' নাম পাওয়া যায়**- ঋগবেদের ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।
- **জনপদসমূহের মধ্যে সুপ্রাচীন নাম**- পুন্ড্র।
- **প্রাচীন পুন্ড্র জনপদের রাজধানী ছিল**- পুন্ড্রনগর।
- **প্রাচীন পুন্ড্র জনপদের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়**- মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে।
- **রাঢ়ের রাজধানী ছিল**- কোটিবর্ষ।
- **বঙ্গকে গঙ্গারিডাই বা গঙ্গারিড নাম দিয়েছেন**- গ্রীক দার্শনিক টলেমি।

# ইতিহাস

২. **বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা কে?**
   **ক. বখ্ইতয়ার খলজী** খ. ইলিয়াস শাহ গ. হুসেন শাহ ঘ. শিরান খলজী

৩. **ইবনে বতুতা কত শতকে বাংলাদেশে আসেন?**
   **ক. চতুর্দশ** খ. সপ্তদশ গ. অষ্টাদশ ঘ. ত্রয়োদশ

৪. **ভারতবর্ষের 'ঘোড়ার ডাক' প্রচলন করেন-**
   ক. আকবর খ. মুহম্মদ বিন তোঘলক **গ. শেরশাহ** ঘ. আওরাঙ্গজেব

## সাধারণ আলোচনা

- ☑ **মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বাংলা জয় করেন - ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী (১২০৪ সালে)।**
- ☑ **বখতিয়ার খলজীর সময়ে দিল-ীর শাসক ছিলেন**- কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- ☑ **বখতিয়ার খলজীর সময়ে গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন**- মুহম্মদ ঘুরী।
- ☑ **মুসলিম রাজ্যের প্রথম স্বাধীন নৃপতি ছিলেন**- আলাউদ্দীন আলী শাহ (আলী মর্দান খলজী)।
- ☑ **বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রা চালু করেন**- সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী।
- ☑ **বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন**-ফখর"উদ্দীন মুবারক শাহ।
- ☑ **সুলতানী আমলে প্রথম নারী শাসক ছিলেন**- ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া।
- ☑ **ফখর"উদ্দীন মুবারক শাহ-এর শাসনামলে বাংলায় আসেন**-ইবনে বতুতা।
- ☑ **ইবনে বতুতা থেকে বাংলায় আসেন**- মরক্কো (উত্তর আফ্রিকা)।
- ☑ **ইবনে বতুতা বাংলাকে বলেছেন**-'দোযখপুর নিয়ামত বা ধনসম্পদ পূর্ণ নরক'।
- ☑ **ইবনে বতুতার লেখা গ্রন্থের নাম** - কিতাবুল রেহালা।
- ☑ **দাম মুদ্রা চালু করেন**- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- ☑ **দিল-ীর কুতুব মিনার নির্মাণ করেন**- কুতুবউদ্দীন আইবেক।
- ☑ **দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা** - কুতুবউদ্দীন আইবেক।

- ☑ **সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযানে বের হন-** ১৭ বার।
- ☑ **সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন-** ফেরদৌসি।
- ☑ **আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল -** একডালা (পাণ্ডুয়ায়)।
- ☑ **বাংলার আকবর বলা হয় -** আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে।
- ☑ **আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে সিলেটে আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের -** শ্রী চৈতন্যদেব।
- ☑ **গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন-** আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
- ☑ **বাংলাদেশের মুসলিম সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ -** আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
- ☑ **আরাকানদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন কে -** আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
- ☑ **সুলতানী যুগের শেষ হয় আমলে-** গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান)।
- ☑ **সোনারগাঁও-এ 'নারিকেল দুর্গ' নির্মাণ করেন-** তুঘরিল তুগান।
- ☑ **খান জাহান আলী সময়ে বাগেরহাটে আসেন-** নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ।
- ☑ **গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা স্থাপন করেন -** রুকনুদ্দীন বারবক শাহ।
- ☑ **'ষাট গম্বুজ' মসজিদ নির্মাতা এবং অবস্থিত -** খান জাহান আলী, বাগেরহাট।
- ☑ **গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ, তাঁতিরপাড়া মসজিদ ও লোটন মসজিদ নির্মাণ করেন -** শামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহ।
- ☑ **হাবশী শাসকদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন -** শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ।
- ☑ **বাংলায় আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা -** শের খান শুর।
- ☑ **শের খানের প্রকৃত নাম-** ফরিদখান।
- ☑ **কোন যুদ্ধে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর শের খান 'শেরশাহ' উপাধি গ্রহন করেন -** চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯)।
- ☑ **'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' তৈরি করেন -** শেরশাহ।

  **ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন -** শেরশাহ।

## মুঘল আমলে বাংলা

৫. **মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

**ক. বাবর** খ. মুহায়ূন গ. শাহজাহান ঘ. আকবর

৬. **'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের' নির্মাতা-**

ক. বাবর খ. আকবর গ. শাহজাহান **ঘ. শেরশাহ**

৭. **কোন মোঘল সম্রাট 'জিজিয়া কর' রহিত করেন-**

ক. হুমায়ূন **খ. আকবর** গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব

## সাধারণ আলোচনা

- ❖ **মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা -** জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর।
- ❖ **বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন-** নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন।
- ❖ **সিঁড়ি থেকে পরে মারা যান - মঘুল** সম্রাট হুমায়ুন।
- ❖ **সম্রাট হুমায়ুন বাংলাকে নাম দেন -** জান্নাতাবাদ।
- ❖ **'মনসবদারী প্রথা' চালু করেন-** সম্রাট আকবর।
- ❖ **আকবরের ধর্মনীতির নাম -** দ্বীন-ই-ইলাহী (১৫৮১ সাল)।
- ❖ **'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থটি লেখা -** আকবরের আইন বিশেষজ্ঞ আবুল ফজল।
- ❖ **বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্ব নাম -** দোলাই খাল বা দোলাই নদী।
- ❖ **নূরজাহান -** জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।
- ❖ **নূরজাহানের আসল নাম -** মেহেরউন্নিসা।
- ❖ **ঢাকার রাজধানী রাজমহলে নিয়ে যান** যুবরাজ শাহ সুজা (শাহজাহানের পুত্র)।
- ❖ **মীর জুমলা বাংলার রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন -** ১৬৬০ সালে।
- ❖ **শায়েস্তা খানের সময়ে বাংলার সুবেদার হন-** সম্রাট আওরঙ্গজেব।
- ❖ **শায়েস্তা খানের কন্যার নাম -** পরিবিবি।
- ❖ **পরিবিবির আসল নাম -** ইরান দুখ্ত।
- ❖ **ইরান দুখ্ত-এর সমাধি সৌধ -** লালবাগ কেল-া।
- ❖ **'লালবাগ কেল-া' এর কাজ শুরু করেন -** যুবরাজ মুহম্মদ আজম (১৬৭৮ সাল)।
- ❖ **লালবাগ কেল-া নির্মাণের বেশীর ভাগ কাজ করেন -**
- ❖ **সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী ছিল -** টোডরমল।
- ❖ **মুঘল সম্রাট বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করেন -** সম্রাট আকবর।
- ❖ **'অমৃতসর স্বর্ণ মন্দির' তৈরি -** সম্রাট আকবরের আমলে।
- ❖ **'জিজিয়া কর' রহিত করেন -** সম্রাট আকবর।
- ❖ **ঢাকার 'মসলিন' জগদ্বিখ্যাত ছিল -** মুঘল আমলে।
- ❖ **সম্রাট আকবরের সমাধি অবস্থিত -** সেকেন্দ্রায়।
- ❖ **Prince of Builders বলা হয়-মুঘল** সম্রাট শাহজাহানকে।
- ❖ **ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা -** সম্রাট শাহজাহান।
- ❖ **ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন -** পারস্যের নাদির শাহ (১৭৩৯ সাল)।
- ❖ **ময়ূর সিংহাসন রক্ষিত আছে -** ইরানে।
- ❖ **শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি -** আগ্রার তাজমহল।
- ❖ **মারাঠা বংশের প্রতিষ্ঠাতা -** শিবাজী।
- ❖ **শিবাজীর তরবারীর আঘাতে আঙ্গুল কাটা যায় -** শায়েস্তা খানের।
- ❖ **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে -** মুর্শিদকুলি খান।
- ❖ **শাহ মোহাম্মদ আজম প্রথমে লালবাগ কেল-ার নামকরণ করেন -** কিল-া আওরঙ্গবাদ।
- ❖ **আকবর দিল-ীর সিংহাসনে বসার সময় বয়স ছিল - ১৩** বছর।
- ❖ **'জিজিয়া কর' রহিত করেন -** সম্রাট আকবর।

শায়েস্ড়া খান।

- ❖ **সময়ে টাকায় আটমণ চাল পাওয়া যেত** - শায়েস্ড়া খান।
- ❖ **লালবাগের শাহী মসজিদ নির্মিত হয়** - যুবরাজ মুহম্মদ আজম এর আমলে।
- ❖ **চট্টগ্রামের নাম 'ইসলামাবাদ' রাখেন** - শায়েস্ড়া খান।
- ❖ **চট্টগ্রামের মগ জলদস্যুদের দমন করেন** - শায়েস্ড়া খান।
- ❖ **ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি ব্যবহার করেন** - মীর জুমলা।
- ❖ **ঢাকা গেইট নির্মাণ করেন** - মীর জুমলা।
- ❖ **শায়েস্ড়া খান থাকতেন** - ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গনে, বুড়িগঙ্গার তীরে।
- ❖ **সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন** - ১৫৭৬ সালে।
- ❖ **দিল্লীর 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস' নির্মাণ করেন** - সম্রাট শাজাহান।
- ❖ **আগ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন** - সম্রাট শাজাহান।
- ❖ **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন** - মুর্শিদকুলী খান।
- ❖ **পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়** - ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন।
- ❖ **বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্ড়র করেন** - মীর কাশিম।
- ❖ **ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল** - বক্সারে।
- ❖ **বক্সারের যুদ্ধের সময় ইংরেজ সেনানায়ক ছিল** - মেজর হেক্টর মুন্‌রো।

## বাংলার বিখ্যাত বার ভূঁইয়া

- ➡ **বার ভূঁইয়াদের উৎপত্তি**- মুসলিম শাসনামলে।
- ➡ **বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ঘটে**- মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে।
- ➡ **বার ভূঁইয়াদের প্রধান ছিলেন**- ঈশা খাঁ।
- ➡ **ঈশা খাঁ জমিদার ছিলেন**- সোনারগাঁও-এর।
- ➡ **ঈশা খাঁর মৃত্যুর (১৫৯৯ সাল) পর বারভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন**- ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খান।
- ➡ **বার ভূঁইয়াদের দমন করেন**- সুবেদার ইসলাম খান।
- ➡ **সুবেদার ইসলাম খানের সাথে বার ভূঁইয়া জমিদারদের নৌযুদ্ধ হয়**- ১৬১১ সালের ১২ই মার্চ।
- ➡ **সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থাপন করেন**- ঈশা খাঁ।
- ➡ **বার ভূঁইয়াদের সংখ্যা**- ৩৬ জন।

## বণিকদের কবলে বাংলাদেশ

৮. **বাংলায় উইরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম কারা এসেছিল?**

ক. ইংরেজরা খ. ফরাসিরা **খ. পর্তুগীজরা** ঘ. ওলান্দাজরা

### তথ্যপ্রবাহ.....

- ➡ বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল- **পর্তুগীজরা**।
- ➡ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসেন- **১৪৯৮ সালে**।
- ➡ পর্তুগীজদের পর বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে- **ওলন্দাজরা**।
- ➡ ইংরেজরা বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে- **সুরাটে**।
- ➡ শান্ড়িপূর্ণ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করে বন্দর আক্রমণ করে- **ইংরেজ নৌবাহিনীর জন চাইল্ড**।
- ➡ বাংলায় ইংরেজদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল- **ফোর্ট উইলিয়াম কুঠিটি** ।
- ➡ কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন- **ইংরেজ কর্মচারী জন চার্ণক**।
- ➡ কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৬৯০ সালে**।
- ➡ বর্গী নামে পরিচিত ছিল- **মারাঠারা**।

## ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন

### সাধারণ আলোচনা

- ☑ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ড়হয়- **লর্ড ক্লাইভের হাতে**।
- ☑ বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস**।
- ☑ নিলাম সূত্রে জমি বন্দোবস্ড়ের প্রথা চালু করেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস**।
- ☑ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড়প্রবর্তন করেন- **লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৯৩ সালে, ২২ শে মার্চ)**।
- ☑ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্ড়র' হয়েছিল- **১১৭৬ বাং (১৭৭০ ইং)**।
- ☑ 'পঞ্চাশের মন্বন্ড়র' হয়েছিল- **১৩৫০ বাং এবং ১৯৪৩ ইং সালে**।
- ☑ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্ড়র করেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস**।
- ☑ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' বা 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' পাশ হয়- **১৭৭৩ সালে**।
- ☑ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম 'রাজস্ব বোর্ড' স্থাপন করেন- **ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস**।
- ☑ আদালতে ফরাসি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন করেন- **লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক**।
- ☑ "বিধবা বিবাহ আইন" প্রচলন করেন- **লর্ড ডালহৌসি (১৮৫৬ সালে)**।

- ☑ বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল- **ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- ☑ বাংলার সর্বশেষ গভর্ণর ছিলেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- ☑ 'দশশালা বন্দোবস্ড়' (১৭৯০) চালু করেন- **লর্ড কর্ণওয়ালিস।**
- ☑ উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিল- **লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।**
- ☑ ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন- **রাজা রামমোহন রায়।**
- ☑ ব্রাহ্মন ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করেন- **রাজা রামমোহন রায়, ১৮২৯ সালে।**
- ☑ সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাশ হয়- **১৮২৯ সালে।**
- ☑ বিধবা বিবাহের বৈধকরণ আইন পাশ হয়- **১৮৫৬ সালে।**
- ☑ হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়- **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায়।**

## ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে সংঘঠিত বিদ্রোহ

- ➡ প্রথম দিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- **তিতুমীর।**
- ➡ তিতুমীর এর প্রকৃত নাম- **মীর নিসার আলী।**
- ➡ তিতুমীর এর জন্মগ্রহন করেন- **চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে।**
- ➡ বাশেঁর কেল-া তৈরীর পরিকল্পনা করেন- **গোলাম মাসুম।**
- ➡ নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল-া ধ্বংস হয়- **১৮৩১ সালে।**
- ➡ নারিকেলবাড়ীয়ার প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়- **আলেকজান্ডার (বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট)।**
- ➡ বাংলাদেশে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা- **হাজী শরীয়তউল-াহ।**
- ➡ বাঁশের কেল-া ধ্বংস হয়- **লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে।**
- ➡ হাজী শরীয়তউল-াহ জন্ম গ্রহন করেন- **১৭৮১ সালে শরীয়তপুর জেলায়।**
- ➡ ফকিরদের উলে-খ্যযোগ্য নেতা ছিলেন- **মজনুশাহ মস্ড়না**
- ➡ সন্ন্যাসীদের উলে-খযোগ্য নেতা ছিলেন- **ভবানী পাঠক।**
- ➡ ফকিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হন- **ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড।**
- ➡ ফকির মজনু শাহের তৎপরতার তথ্য নিয়ে কবিতা রচনা করেন- **পঞ্চানন দাস।**

## বৃটিশ শাসন

### সাধারণ আলোচনা

- ☑ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্ড়রিত করা হয়- **হিন্দু কলেজকে।**
- ☑ মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- **নওয়াব আব্দুল লতিফ।**
- ☑ আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- **সৈয়দ আহমেদ খান।**
- ☑ ভারত উপমহাদেশে প্রথম প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য হন- **সৈয়দ আমীর আলী।**
- ☑ কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি ছিলেন- **সৈয়দ মাহমুদ।**
- ☑ মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবি স্বীকৃত হয়- **মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে।**
- ☑ বাংলায় ঋণ সালিশী আইন প্রবর্তন করেন- **এ.কে. ফজলুল হক।**
- ☑ বৃটিশ ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।**
- ☑ বাংলায় নীল চাষ বিলুপ্ত হয়- **১৮৬০ সালে।**

Pri-L-P2 # 25

- ☑ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে- **নীলচাষীরা।**
- ☑ নওয়াব আব্দুল লতিফের উলে-খযোগ্য কীর্তি- **মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩ সালে।**
- ☑ বঙ্গ-ভঙ্গ হয়- **লর্ড কার্জনের সময়।**
- ☑ বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হয়- **১৯০৫ সালে, ১৬ অক্টোবর।**
- ☑ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার সুপারিশ করেন- **ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।**
- ☑ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়- **১৯১১ সালে।**
- ☑ উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরীর জন্য গঠিত কমিশনের নাম- **১৯২৭ সালে, সাইমন কমিশন।**
- ☑ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন- **অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।**
- ☑ অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন- মহাত্মা গান্ধী।
- ☑ মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম- **করম চাঁদ মোহন দাস গান্ধী।**
- ☑ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯০৬ সালে।**
- ☑ মুসলীম লীগের প্রস্ড়াবক- **নবাব স্যার সলিমুল-াহ।**
- ☑ খেলাফত আন্দোলন শুর" হয়- **১৯২০ সালে।**
- ☑ 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা- **মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।**
- ☑ 'লাহোর প্রস্ড়াব' ঘোষণা করেন- **শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে।**
- ☑ বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী হন- **শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক।**

## ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন সংস্কার ও অন্যান্য কার্যক্রম

| সংস্কার | সন | প্রবর্তক |
|---|---|---|
| দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু | ১৭৬৭ | লর্ড ক্লাইভ |
| পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ড় ব্যবস্থা | ১৭৭৪ | ওয়ারেন হেস্টিংস |
| চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড় প্রথা | ১৭৯৩ | লর্ড কর্ণওয়ালিশ |
| ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা | ১৮২৮ | রাজা রামমোহন রায় |
| সতীদাহ প্রথা সংস্কার | ১৮২৯ | রাজা রামমোহন রায় |
| উপমহাদেশে রেল চালু | ১৮৫৩ | লর্ড ডালহৌসী |
| বিধবা বিবাহ বৈধকরণ প্রচলন | ১৮৫৪ | লর্ড ডালহৌসী |
| বিধবা বিবাহ বৈধকরণ প্রচলন | ১৮৫৬ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |

## জেনে নাও কিছু গর"ত্বপূর্ণ স্থান

৯. **সোনারগাঁও-এর পূর্ব নাম ছিল**
ক. চন্দ্রদ্বীপ **খ. সবর্ণগ্রাম** গ. সুধারাম ঘ. গৌড়

১০. **মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত-**
ক. যমুনা **খ. করতোয়া** গ. পশুর ঘ . মহানন্দা

১১. **লালবাগের কেল-া স্থাপন করেন কে?**
ক. ইসলাম খান খ. শাহ সুজা গ. টিপু সুলতান **ঘ. শায়েস্ড়া খান**

১২. **মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**
**ক. করতোয়া** খ. ব্রহ্মপুত্র গ. মহানন্দা ঘ. গংগা

১৩. **লালবাগ দূর্গের পূর্ব নাম কি ছিল?**
ক. জাহাঙ্গীর দূর্গ **খ. আওরাঙ্গবাদ দূর্গ** গ. আজম দূর্গ ঘ. পরিবিবির দূর্গ

- **মহাস্থানগড় ঃ** বগুড়া জেলায় অবস্থিত; বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান। এখানে 'মহাস্থানগড় জাদুঘর' নামে একটি জাদুঘর আছে।
- **ময়নামতি ঃ** কুমিল-ায় অবস্থিত ; রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী রানী ময়নামতির নামানুসারে নামকরণ করা হয়।
- **সোনারগাঁও ঃ** ঢাকা থেকে ২৩ কি.মি. দূরে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত; প্রাচীন নাম সুবর্ণ গ্রাম। ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে নামকরণ করা হয়।
- **লালবাগ দুর্গ ঃ** বাংলার সুবেদার নবাব শায়েস্ড়া খান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন; শুর" হয়েছিল ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম কর্তৃক।
- **আহসান মঞ্জিল ঃ** ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে নবাব আব্দুল গণি কর্তৃক নির্মিত।
- **উত্তরা গণভবন ঃ** বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সদর দপ্তর; পূর্বনাম গভর্ণর হাউজ; নাটোর শহর থেকে ৩ কি.মি. দূরে দিঘাপাতিয়া নামক স্থানে অবস্থিত।
- **বঙ্গভবন ঃ** ইংরেজ আমলে আর্মেনীয় জমিদার মানুকের বাগানবাড়ি ছিল; ১৯৪৭ সালে এর নামকরণ করা হয়েছিল গভর্ণর হাউজ।
- **বাহাদুর শাহ পার্ক ঃ** ঢাকার সদরঘাট এলাকার আরমানীটোলায় অবস্থিত; অপর নাম ভিক্টোরিয়া পার্ক। এটি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত।
- **বড় কাটরা ঃ** চকবাজারে অবস্থিত ; শাহ সুজা কর্তৃক নির্মিত।
- **ছোট কাটরা ঃ** চকবাজারে অবস্থিত; শায়েস্ড়া খান কর্তৃক নির্মিত।
- **ষাট গম্বুজ মসজিদ ঃ** বাগেরহাটে অবস্থিত; খান জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত; গম্বুজ (৭৭+৪) বা ৮১টি।
- **লালবাগ শাহী মসজিদ ঃ** শাহজাদা মোহাম্মাদ আযম শাহ কর্তৃক নির্মিত।
- **কুসুম্বা মসজিদ ঃ** নওগাঁয় অবস্থিত; মোঘল শাসনামলে ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।
- **সাত গম্বুজ মসজিদ ঃ** ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত; শায়েস্ড়া খান কর্তৃক নির্মিত; গম্বুজ ৩টি।
- **তারা মসজিদ ঃ** পুরনো ঢাকায় অবস্থিত; উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শায়েস্ড়া খান কর্তৃক নির্মিত।
- **আতিয়া জামে মসজিদ ঃ** টাঙ্গাইলে অবস্থিত; মোঘল আমলে সপ্তদশ শতকে নির্মিত।
- **ছোট সোনা মসজিদ ঃ** চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত; সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে নির্মিত।
- **বাঘা মসজিদ ঃ** রাজশাহী জেলার অবস্থিত; ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর পুত্র নুসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত।
- **হোসনি দালান ঃ** হোসনী দালান রোড; ১৭১৮ সালে মীর মুরাদ কর্তৃক নির্মিত।
- **ঢাকেশ্বরী মন্দির ঃ** ঢাকেশ্বরী রোড; সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত।
- **হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার ঃ** সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।
- **শাহ মখদুমের মাজার ঃ** রাজশাহী শহরের দরগাপাড়ায় অবস্থিত। শিলা লিপি দেখে মনে হয়, এটি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।
- **পরী বিবির মাজার ঃ** ঢাকার লালবাগ কেল-ায় শায়েস্ড়া খানের কন্যা পরী বিবির মাজার অবস্থিত।
- **গুর"দুয়ারা নানকশাহী ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন; ১৫০৪ সালে শিখ ধর্ম প্রবর্তক গুর" নানক কর্তৃক নির্মিত।
- **তিন নেতার মাজার ঃ** হাইকোর্টের পশ্চিমে অবস্থিত; শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও নাজিম উদ্দীনের কবর।

- **বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ঃ** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাদুঘর। এর সূচনা ঘটে ১৯১০ সালে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- **জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ঃ** ঢাকার আগারগাঁও এ অবস্থিত; এটি বাংলাদেশের একমাত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক জাদুঘর।
- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঃ** ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত; ১৯৯৬ সালের ২৬/২২ মার্চ উদ্বোধন করা হয়।
- **কুঠি বাড়ি রবীন্দ্র জাদুঘর ঃ** কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অবস্থিত; ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- **শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ঃ** ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত; ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- **নজরুল জাদুঘর ঃ** ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত।
- **জাতীয় জাদুঘর ঃ** বাংলাদেশের 'জাতীয় জাদুঘর' অবস্থিত-ঢাকার শাহবাগে। ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, ঢাকা জাদুঘর জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয় ১৭ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নগর জাদুঘর।
- **জয়নুল আর্ট গ্যালারী ঃ** জয়নুল আর্ট গ্যালারী অবস্থিত ময়মনসিংহে।
- **রামুমন্দির ঃ** রামুমন্দির অবস্থিত নাটোর জেলায়।
- **আগুনমুখা ঃ** পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার বাইশদিয়ার উত্তরে পাঁচটি নদীর মুখকে আগুনমুখা বলে।
- **জাফলং ঃ** বাংলাদেশের মনোমুগ্ধকর পর্যটন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম হলো জাফলং। এটি দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জেলা সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।
- **ভেড়ামারা ঃ** কুষ্টিয়া জেলার পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত।
- **টেকনাফ ঃ** বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের থানা। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। মাছ ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।
- **সেন্টমার্টিন ঃ** বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এখানে চুনাপাথর পাওয়া যায়। এর অপর নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা।
- **জলদিয়া ঃ** চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। মৎস্য অবতরন কেন্দ্র, মেরিন একাডেমি ও নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

## বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাচীন বিহার

**১৪. অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত শালবন বিহার কোথায় (প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১১)**

ক. পাহাড়পুরে খ.নাটোরে **গ. ময়নামতিতে** ঘ. রাঙ্গামাটিতে

- **সোমপুর বিহার ঃ** নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার যা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। এখানে বৌদ্ধ সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।
- **জগদ্দল বিহার ঃ** নওগাঁ জেলার ধামাইরহাট থানার জগদ্দল গ্রামে অবস্থিত; পাল বংশীয় রাজাদের শাসনামলে নির্মিত।
- **আনন্দ বিহার ঃ** কুমিল-ার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত; ৮ম শতকে আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত।
- **শালবন বিহার ঃ** ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত; ৮ম শতকের শেষভাগে ভবদেব কর্তৃক নির্মিত। এখানে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।
- **সীতাকোট বিহার ঃ** দিনাজপুরে অবস্থিত; এ যাবৎ কালে আবিস্কৃত বিহারগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম।
- **ভাসু বিহার ঃ** বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে ৩ মাইল দূরে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরীতে অবস্থিত।
- **মহামুনি বিহার ঃ** মহামুনি বিহার অবস্থিত চট্টগ্রামের রাউজানে।
- **রাজবন বৌদ্ধ বিহার ঃ** রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদের তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী স্থান।

## পুরাতন কীর্তি সমূহ

| পুরাতন কীর্তি | অবস্থান | পুরাতন কীর্তি | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| পানামনগর | সোনারগাঁও | বারদুয়ারী মসজিদ | শেরপুর |
| রাণীপুকুর | দিনাজপুর | আনন্দ রাজার দীঘি | কুমিল-া |
| রামু মন্দির | কক্সবাজার | বিজয়সিংহের দীঘি | ফেনী |
| পানিহাটা দীঘি | শেরপুর | কুসুম্বা মসজিদ | নওগাঁ |
| তারা মসজিদ | চকবাজার, ঢাকা | বাবা আদম শাহীর মাজার | বগুড়া |
| সাতগম্বুজ মসজিদ | মোহাম্মদপুর, ঢাকা | কান্তজীর মন্দির | দিনাজপুর |
| ছোট সোনা মসজিদ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | মুসা খাঁন মসজিদ | কার্জন হল |
| বরেন্দ্র যাদুঘর | রাজশাহী | চন্দ্রনাথের পাহাড় | সীতাকুন্ড |
| বারদুয়ারী মসজিদ | শেরপুর | গোবিন্দ ভিটা | মহাস্থানগড় |
| বৈরাগীর চালা | মহাস্থানগড় | স্নানঘাট | পাহাড়পুর |
| খোদার পাথর ভিটা | মহাস্থানগড় | জীয়ন্তকুন্ড | মহাস্থানগড় |
| জিন্দাপীরের মাজার | বাগেরহাট | ঘোড়াদিঘি | বাগেরহাট |
| বাঘা মসজিদ | রাজশাহী | রানীর বাংলা বিহার | কুমিল-া |
| বৈরাগীর মুড়া | কুমিল-ার ময়নামতি | ভোজ রাজার বিহার | নোয়াখালী |
| ষাট গম্বুজ মসজিদ | বাগেরহাট | সত্যপীরের ভিটা | নওগাঁ |
| বৈরাগীর চালা | মহাস্থানগড় | রাজারাম মন্দির | মাদারীপুর |
| আফগান দূর্গ | ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার | পরশুরামের ভিটা | মহাস্থানগড় |

## গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের অবস্থান এবং স্থপতি

| স্থাপনার নাম | স্থপতি | অবস্থান |
|---|---|---|
| মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ | তানভীর কবির | মেহেরপুর |
| শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ | মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি | মিরপুর, ঢাকা |
| দোয়েল চত্বর | আজিজুল জলিল পাশা | তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার | হামিদুর রহমান | ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন |
| তিন নেতার মাজার | মাসুদ আহমেদ | বাংলা একাডেমীর বিপরীতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| স্বোপার্জিত স্বাধীনতা | শামীম শিকদার | টি, এস, সি, সড়কদ্বীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| টি এস সি | কনসট্যানটাইন ডক্সাইড | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| জাতীয় যাদুঘর | মোস্তফা কামাল পাশা | শাহবাগ |
| রাজু স্মৃতি ভাস্কর্য | শ্যামল চৌধুরী | টি,এস,সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| জাতীয় সংসদ ভবন | লুই আই কান | শেরে বাংলা নগর |
| হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর | লারোস | কুর্মিটোলা, ঢাকা |
| কমলাপুর রেলস্টেশন | বব বুই | কমলাপুর |
| চারুকলা ইনস্টিটিউট | মাজহারুল ইসলাম | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| মিশুক | হামিদুজ্জামান | শাহাবাগ |
| বায়তুল মোকাররম | আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানি | গুলিস্তান, ঢাকা |
| বলাকা | মৃণাল হক | মতিঝিল, ঢাকা |
| শিশু পার্ক | সামছুল ওয়ারেস | শাহবাগ |
| রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ | মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি | রাজারবাগ, ঢাকা |
| দুরন্ত | সুলতানুল ইসলাম | শিশু একাডেমী |
| সার্ক ফোয়ারা | নিতুন কুন্ডু | সোনারগাঁও হোটেল, কাওরান বাজার |
| বিজয় ফোয়ারা | আব্দুর রাজ্জাক | তেজগাঁও, ঢাকা |
| বোটানিক্যাল গার্ডেন | শামসুল ওয়ারেস | মিরপুর |
| ওসমানী মেমোরিয়াল হল | শাহ্ আলম জহিরুদ্দিন | আব্দুল গণি রোড |
| অমর একুশে/ ভাষা অমরতা | জাহানারা পারভীন | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় |
| মুক্ত বাংলা | রশিদ আহমেদ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় |
| সংগ্রাম | জয়নুল আবেদীন | সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ |
| স্বাধীনতার সংগ্রাম | শামীম শিকদার | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| জাগ্রত চৌরঙ্গী | আব্দুর রাজ্জাক | জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর |
| সংশপ্তক | হামিদুজ্জামান খান | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় |
| সাবাশ বাংলাদেশ | নিতুন কুন্ডু | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| শাপলা | আজিজুল জলিল পাশা | মতিঝিল |
| চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র | বেইজিং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ অব চায়না | শেরে বাংলা নগর, ঢাকা |
| স্বাধীনতা স্তম্ভ | মেরিনা তাবাস্সুম ও কাশেম মাহুবুব চৌধুরী | সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা |
| স্মৃতির মিনার | হামিদুজ্জামান খান | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় |
| স্মৃতি সৌধ অনির্বাণ | | কুমিল-া সেনানিবাস |
| রাজসিক বিহার | মৃণাল হক | হোটেল শেরাটন |
| প্রত্যাশা | মৃণাল হক | ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান |
| অপরাজেয় বাংলা | সৈয়দ আব্দুল-াহ খালেদ | ঢাবির কলাভবন |
| যুদ্ধভাসান | এজাজ এ কবির | কুমিল-া |

## বাংলাদেশের উপজাতি

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার- **১.০৮ ভাগ (প্রায়) উপজাতি।**
- বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা- **১৪ লাখ (প্রায়)।**

- বাংলাদেশে উপজাতি রয়েছে- **৪৫টি**।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাস করে- **চাকমা উপজাতির লোক** ।
- চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চাকমারা বাস করে- **চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলায়**।
- বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী- **সাঁওতাল**।
- বাংলাদেশে খুমী ও চক উপজাতির সংখ্যা কম।
- বাংলাদেশে পিতৃপ্রধান উপজাতি- **মারমা ও হাজং**।
- বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক প্রধান উপজাতি- **গারো, (খাসিয়া ও সাঁওতাল)**।
- বাংলাদেশে বসবাস নেই- **মাওরী, মুর, পিগমী, নিগ্রো, জুলু, কুলু, কুর্দী, আফ্রিদি, টোডা, শেরপা, ককেশীয় প্রভৃতি উপজাতির**।
- পাঙন উপজাতিরা মুসলমান।
- 'রাখাইন' উপজাতিরা এদেশে এসেছে- **মায়ানমারের আরাকান থেকে**।
- 'রাখাইন' উপজাতিরা বাস করে- **পটুয়াখালী**।
- 'রাজবংশী' উপজাতিরা বাস করে- **রংপুর**।
- উপজাতিরা সবচেয়ে বেশি বাস করে- **রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি**।
- মুরংদের উৎসবের নাম- **মুৎসলোং**।
- বণিকদের বির"দ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন- **চাকমা জুমিয়া নেতা জুম্মা খান**।
- আদিবাসী ও উপজাতিদের জীবন ধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লিখেন- **আব্দুস সাত্তার (অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি)**।
- মারমা উপজাতিরা বাস করে- **কক্সবাজার**।
- চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলা হয়- **বিঝু**।

## উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস

| উপজাতি সম্প্রদায় | অবস্থান | উপজাতি সম্প্রদায় | অবস্থান |
|---|---|---|---|
| **গারো** | ময়মনসিংহ | **চাকমা** | রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি |
| **হাজং** | ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা | **সাঁওতাল** | রাজশাহী ও দিনাজপুর |
| **হুদি** | নেত্রকোনা | **রাজবংশী** | রংপুর |
| **ওরাও** | বগুড়া, রংপুর | **মুরং** | বান্দরবনের গভীর অরণ্যে |
| **বনজোগ** | বান্দরবনের গভীর অরণ্যে | **রাখাইন** | পটুয়াখালী |
| **মারমা** | কক্সবাজার, বান্দরবন ও পটুয়াখালী | **খাসিয়া** | সিলেট |
| **পাংখো** | বান্দরবন | **খুমি** | বান্দরবান |
| **মনিপুরী** | সিলেট | **টিপরা** | খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম |
| **লুসাই** | পার্বত্য চট্টগ্রাম | **তনচংগা** | রাঙ্গামাটি |
| **কুকি** | সাজেক ভেলী (রাঙ্গামাটি) | | |

## বাংলাদেশ বেতার

### তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশ বেতার স্থাপন করা হয়- **১৯৩৯ সালে**।
- বেতার বাংলাদেশের সদর দপ্তর অবস্থিত- **ঢাকার আগারগাঁও -এ**।
- 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছিল- **চট্টগ্রামের কালুরঘাটে**।
- বাংলাদেশের বেতার স্টেশন সংখ্যা- **১৫টি**।
- বাংলাদেশ বেতারের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ স্টেশন- কুমিল-া।
- 'বাংলাদেশ বেতারের' পূর্ব নাম ছিল- **রেডিও বাংলাদেশ**।
- বাংলাদেশের প্রথম FM রেডিও চ্যানেল- **রেডিও টু-ডে**।

## বাংলাদেশের ডাক বিভাগ তথ্য কণিকা

### তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাক টিকিট চালু হয় ২০ জুলাই, ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতার পরে ১ম ডাকটিকিট প্রকাশ ২১ ফেব্র"য়ারী, ১৯৭২ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রকাশ হয় Security Printing Press গাজীপুর হতে।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকিটের ডিজাইনার রিপ্টি চিন্টনিশ।
- স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকেটে শহীদ মিনারের ছবি ছিল।
- স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর চুয়াডাংগায় স্থাপিত হয়।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোগ্রাম একজন ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ, হাতে একটি বল-ম এবং এর মাথায় প্রজ্বলিত লন্ঠন।

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের শে-াগান 'সেবাই আদর্শ'।
- ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ নেই।
- বাংলাদেশের সাথে ১৩ টি দেশের আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার সার্ভিস চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশের সাথে মোট ১৯ টি দেশের ইন্টেনপোষ্ট (ফ্যাক্স) সার্ভিস চালু আছে।
- বাংলাদেশের সাথে মোট ৪৯টি দেশের দ্রুততম এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ই.এম.এস) চালু আছে।
- ৫০ টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ইনসিওরড লেটার সার্ভিস চালু আছে।
- বিশ্বের ৫৯ টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ইনসিওরড পার্সেল সার্ভিস চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।
- 'বাংলাদেশ পোস্ট অফিস যাদুঘর' ঢাকার জি.পি.ও. তে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমী রাজশাহীতে অবস্থিত।
- G.E.P. হলো Guaranteed Express Post। ১৯৮৪ সাল থেকে G.E.P. সার্ভিস চালু হয়। বাংলাদেশের ১৬৪ টি ডাকঘরে G.E.P. সার্ভিস চালু আছে।
- E.M.S. হলো International Express Mail Service। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে E.M.S. চালু হয়।
- বাংলাদেশ ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ সালে বিশ্ব ডাক সংস্থা (UPU)-এর সদস্য পদ লাভ করে।
- E.P.P হলো Express Parcel Post। ২৬ অগাস্ট, ২০০০ সালে E.P.P চালু হয়।
- E. Post হলো Electronic Post। E. Post চালু হয় ১৬ আগস্ট, ২০০০।

## বাংলাদেশের জাতীয় দিবস

**তথ্যপ্রবাহ.....**

| দিবসের নাম | তারিখ |
|---|---|
| শহীদ দিবস/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১ ফেব্রুয়ারি |
| জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস | ২ মার্চ |
| সশস্ত্র বাহিনী দিবস | ২১ নভেম্বর |
| স্বাধীনতা দিবস | ২৬ মার্চ |
| বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর |
| জাতীয় সংহতি ও বিপ-ব দিবস | ৭ নভেম্বর |
| শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস | ১৪ ডিসেম্বর |
| জাতীয় শিক্ষক দিবস | ১৯ জানুয়ারি |
| শহীদ আসাদ দিবস | ২০ জানুয়ারি |
| গণঅভ্যুত্থান দিবস | ২৪ জানুয়ারি |
| ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস | ২৮ ফেব্রুয়ারি |
| ফারাক্কা লং মার্চ দিবস | ১৬ মে |
| পলাশী দিবস | ২৩ জুন |
| জাতীয় শিশু দিবস (বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন) | ১৭ মার্চ |
| বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস | ১০ জানুয়ারি |
| জাতীয় শোক দিবস | ১৫ আগস্ট |
| রাষ্ট্র ভাষা দিবস | ১১ মার্চ |
| মুক্তিযোদ্ধা দিবস | ১ ডিসেম্বর |
| সংবিধান দিবস | ৪ নভেম্বর |
| মীনা দিবস | ২৪ সেপ্টেম্বর |
| কৃষি দিবস | পহেলা অগ্রহায়ণ |

## বাংলাদেশের শিক্ষা

**১৫. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কখন থেকে চালু করা হয়?**

ক. ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ **খ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩** গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯০

১৬. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়-**

ক. ১৮২১ সালে খ. ১৯৭০ সালে গ. ১৯১০ সালে **ঘ. ১৯২১ সালে**

## তথ্যপ্রবাহ.....

- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার- **বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।**
- বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার- **৫৬.৭%।**
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেশি- **বরিশাল বিভাগে (৭৬.৭% সূত্রঃ ব্যানবেইস)।**
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম- **সিলেট বিভাগে (৫৫% সূত্রঃ ব্যানবেইস)।**
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেশি- **বরগুনা জেলায় (৮৬.৫৫% সূত্রঃ ব্যানবেইস)।**
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম- **জামালপুর জেলায় (৩৯.৫৫% সূত্রঃ ব্যানবেইস)।**
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেশি- **৪টি থানায়। যথা- ঢাকার ডেমরা, তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ও গাইবান্ধার সাদুল-াপুর (৮৯.৯০%)।**
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম- **কিশোরগঞ্জের নিকলি থানায় (২৫.৮০% সূত্রঃ ব্যানবেইস)।**
- বাংলাদেশে প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা- **মাগুরা।**
- বাংলাদেশে সর্বশেষ ঘোষিত নিরক্ষরমুক্ত জেলা- **সিরাজগঞ্জ (সপ্তম, ১০ মে ২০০৩)।**
- বাংলাদেশে বর্তমান নিরক্ষরমুক্ত জেলা- **৭টি। (মাগুরা, জয়পুরহাট, রাজশাহী, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ)।**
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম- **কচুবাড়ীর কৃষ্টপুর (ঠাকুরগাঁও জেলায়)।**
- বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়- **১৯৯০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী।**
- বাংলাদেশে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়- **১৯৯২ সালে (৬৮টি থানায়)।**
- সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়- **১ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে।**
- বাংলাদেশে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' চালু হয়- **১৯৯৩ সালে।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯২১ সালে (১ জুলাই)**
- বাংলাদেশে সরকারী মেডিকেল কলেজ- **২২টি।**
- বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- **১টি।**
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচিত- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU)।**
- OIC পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়- **IIT**
- IIT এর পরিবর্তিত (বর্তমান) নাম- **IUT (Islamic University of Tecnology)**
- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অবস্থিত- **গাজীপুরে।**
- বাংলাদেশে BIT- **৪টি (গাজীপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) (বিঃদ্রঃ ৪টি BIT বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)।**
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্ড়র করা হয়- **১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে।**
- মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়- **২০০১ সাল থেকে।**
- উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়- **২০০৩ সালে।**
- বাংলাদেশে একমাত্র মিউজিক কলেজটি অবস্থিত- **ঢাকায়।**
- কলেজ অব লেদার টেকনোলজি- **১টি (ঢাকায়)।**
- বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৮০ সালে।**
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৯২ সালে।**
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা- **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।**
- শামসুল হক শিক্ষানীতি মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়- **২০০০ সাল।**
- সরকার বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করবে বলে ঘোষণা করেছে- **২০১৫ সালের মধ্যে।**
- ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে- **১৯৯৪ সালে।**
- বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারে বেতন মওকুফ ও বৃত্তি প্রদান বিষয়ক ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যানস প্রজেক্ট বাস্ড়বায়নে আর্থিক সহায়তা দান করছে- **বিশ্বব্যাংক, (I.D.A) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নোরাড।**
- সন্দীপন হল- **রাজশাহী জেলার দুই বছর মেয়াদী স্বাক্ষরতা আন্দোলন।**
- ইংরেজি সাহিত্যে পি. এইচ. ডি অর্জনকারী প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান- **ডঃ সাজ্জাদ হোসেন।**
- বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড - **৮টি।**
- বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড- **১টি।**
- শিক্ষাকে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়- **মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে ।**
- বাংলাদেশের সর্বপ্রথম 'জাতীয় অধ্যাপক' নিয়োগ করা হয়- **১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ।**
- শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ সরকারী স্বীকৃতি- **জাতীয় অধ্যাপক।**
- এ পর্যন্ড়কত জন জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন- **২২ জন।**
- জাতীয় অধ্যাপক নির্ধারণ কমিটির সভাপতি- **শিক্ষা মন্ত্রী।**

## বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন

## তথ্যপ্রবাহ.....

- লর্ড ম্যাকলে শিক্ষা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন- **১৮৩৪ সালে।**
- উইলিয়াম এ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন- **১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারী।**
- লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে ব্রতী হন- **১৯০১ সালের শিমলা শিক্ষা সম্মেলনে গৃহিত ১৫০টি শিক্ষা সংক্রান্ড় প্রস্ড়াবনার ভিত্তিতে ।**
- ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিধিবদ্ধ হয়- **১৯০৪ সালে।**
- হান্টার কমিশন বড় লাট লর্ড রিপন কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে- **১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী।**
- ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে- **স্যাডলার কমিশন।**
- পাকিস্ড়ানের প্রথম শিক্ষা কমিটির নাম- **আকরাম খান কমিটি।**
- আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- **১৯৫৭ সালে।**
- হামদুর রহমান শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়- **১৯৬৪ সালে।**
- শামস-উল-হক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়- **১৯৭০ সালে।**
- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- **১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই।**
- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করে- **১৯৭৪ সালের ৩০ মে।**
- জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রিপোর্ট পেশ করে- **১৯৭৫ সালের ৫ আগষ্ট।**
- জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- **১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল।**
- অধ্যাপক এম. শামসুল হক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়- **১৯৯৭ সালে।**
- এ পর্যন্ড় মোট কতটি (বাংলাদেশ আমল) শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়- **৫টি।**
- বর্তমান ২০১০ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান- **অধ্যাপক কবীর চৌধুরী।**

# Home Work

**০১. ইতিহাসখ্যাত 'মসলিন'-এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে-**
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে খ. বরেন্দ্র জাদুঘরে গ. লালবাগ দুর্গে ঘ. জাতীয় জাদুঘরে

**০২. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান**
ক. রমনা পার্ক খ. ন্যাশনাল পার্ক গ. গুলশান পার্ক ঘ. বাহাদুর শাহ্ পার্ক

**০৩. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী?**
ক. খাজা নাজিমুদ্দিন খ. এ. কে. ফজলুল হক গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

**০৪. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন-**
ক. শশাঙ্ক খ. বখতিয়ার খলজি গ. বিজয় সেন ঘ. গোপাল

**০৫. ঢাকা প্রাচীণ বাংলার কোন্ জনপদের অন্ড়র্গত?**
ক. বঙ্গ খ. রাঢ় গ. বরেন্দ্র ঘ. হরিকেল

**০৬. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন্ সালে?**
ক. ১৮৫৭ খ. ১৮৫৮ গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬০

**০৭. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-**
ক. রোজ গার্ডেনে খ. সিরাজগঞ্জে গ. সন্ড়্রীপে ঘ. সুনামগঞ্জে

**০৮. বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেছিলেন -**
ক. লক্ষ্মণ সেন খ. বিজয় সেন গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট শাহজাহান

**০৯. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন-**
ক. স্যার জন হার্বার্ট খ. এন্ডারসন গ. স্যার এফ বারোজ ঘ. আর জি কেসি

**১০. মহাস্থানগড় কোন্ বংশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন?**
ক. মোর্য বংশ খ. পাল বংশ গ. সেন বংশ ঘ. গুপ্ত বংশ

**১১. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়-**
ক. ব্রিটিশ আমলে খ. সুলতানি আমলে গ. মুঘল আমলে ঘ. স্বাধীন নবাবী আমলে

**১২. প্রাচীন বাংলার কোন্ এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত?**
ক. মুর্শিদাবাদ খ. রাজশাহী গ. চট্টগ্রাম ঘ. মোদিনীপুর

**১৩. বর্তমান বাংলাদেশের কোন্ অংশকে 'সমতট' বলা হতো?**
ক. কুমিল-া ও নোয়াখালী খ. রাজশাহী ও বগুড়া গ. চট্টগ্রাম ঘ. দিনাজপুর ও রংপুর

**১৪. সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কোনটি?**
ক. বর্ণমালা খ. আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার গ. মুদ্রার প্রচলন ঘ. চিত্রলেখা

**১৫. কোন শতকে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ত্রয়োদশ খ. চর্তুদশ গ. সপ্তদশ ঘ. পঞ্চদশ

**১৬. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান?**
ক. ফখরুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ গ. ফখরুদ্দিন জহির শাহ ঘ. মোহম্মদ ঘোরী

**১৭. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়-**
ক. ১৫২৬ খ. ১৫৫৬ গ. ১৭৬১ ঘ. ১৭৬৫

১৮. **সম্রাট শাহজাহান মুঘল বংশের কততম শাসক?**
ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ গ. পঞ্চম ঘ. ষষ্ঠ

১৯. **যে বিদেশী রাজা ভারতের কোহিনুর মণি ও ময়ুর সিংহাসন লুট করেন**
ক. আহমদ আবদালী খ. নাদির শাহ গ. দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ঘ. সুলতান মাহমুদ

২০. **বাংলা সনের প্রবর্তক কে?**
ক. বাবর খ. হুমায়ুন গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

২১. **ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
ক. সম্রাট বার খ. সম্রাট আকবর গ. আবুল ফজল ঘ. লক্ষণসেন

২২. **কোন সালে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন?**
ক. ১২১০ খ. ১৩১০ গ. ১৫১০ ঘ. ১৬১০

২৩. **ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কত সালে?**
ক. ১৭৫৮ খ. ১৮৫৮ গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯৪৭

২৪. **ব্রিটিশ ভারতে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন হয় কত সালে?**
গ. ১৮৩৫ ঘ. কোনটিই নয়

২৫. **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড়ব্যবস্থার প্রবর্তক কে?**
ক. লর্ড ক্লাইভ খ. লর্ড ডালহৌসী গ. লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঘ. লর্ড ক্যানিং

২৬. **কোন্ নেতা জমিদারি প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন?**
ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
গ. এ কে ফজলুল হক ঘ. আতাউর রহমান খান

২৭. **তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী -**
ক. সুমিত্রা দেবী খ. তারামন বিবি গ. ইলা মিত্র ঘ. মহাশ্বেতা দেব

২৮. **ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-**
ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ খ. রামমোহন রায় গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. কালীদাস

২৯. **বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনাকারী কে?**
ক. হাজী মুহাম্মদ মহসীন খ. হাজী শরীয়ত উল-াহ গ. দুদু মিয়া ঘ. শহীদ তিতুমীর

৩০. **আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক কে?**
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসারগর গ. স্যার সৈয়দ আহমেদ ঘ. লর্ড মেকল

৩১. **বঙ্গভঙ্গের বছর কোনটি?**
ক. ১৯০১ খ. ১৯০২ গ. ১৯০৬ ঘ. ১৯০৫

৩২. **বঙ্গভঙ্গ কোন সনে রদ হয়?**
ক. ১৯০৫ খ. ১৯০৯ গ. ১৯১১ ঘ. ১৯১২

৩৩। **চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ড়ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় কত সালে?**
ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৭৮০ সালে গ. ১৭৯৩ সালে ঘ. ১৭৯৬ সালে

৩৪। **ইংরেজী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন?**
ক. ১৬৯০ সালে খ. ১৭৬৫ সালে গ. ১৭৯৩ সালে ঘ. ১৮২৯ সালে

৩৫। **ঢাকায় সুবা-বাংলার রাজধানী কখন স্থাপিত হয়?**
ক. ১৬১০ সালে খ. ১৫৭৬ সালে গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে

৩৬। **লাহোর প্রস্ড়াব উত্থাপন করেন -**
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এ.কে. ফজলুল হক গ. হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দী ঘ. উলে-খিত একজনও নয়

৩৭। **পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন?**
ক. ১৪৯২ সালে খ. ১৪৯৩ সালে গ. ১৪৯৭ সালে ঘ. ১৪৯৮ সালে

৩৮। **মোহামেডান লিটারিরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?**
ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ খ. নওয়াব সলিমুল-াহ গ. হাজী শরীয়ত উল-াহ ঘ. সৈয়দ আহমেদ খান

৩৯। **ঐতিহাসিক "পানিপথ" নামক স্থানটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**
ক. গঙ্গা খ. যমুনা গ. মেঘনা ঘ. ব্রহ্মপুত্র

৪০। **প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ ছিল কোনটি?**
ক. বঙ্গ খ. পুন্ড্র গ. গৌড় ঘ. সমতট

৪১। **"জিজিয়া কর" রহিত করে সম্রাট আকবর কাদের সান্নিধ্যে আসতে চেয়েছিলেন?**
ক. মুসলমান খ. হিন্দু গ. হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ঘ. সকল সম্প্রদায়ের

৪২ **প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদ 'সমতট' বর্তমান বাংলাদেশের কোন জেলার অন্তর্ভূত ছিল?**
ক. সিলেট ও কুমিল-া খ. বরিশাল ও ফরিদপুর গ. কুমিল-া ও নোয়াখালী ঘ. রংপুর ও দিনাজপুর

৪৩। **স্বাধীন বাংলার প্রথম ডাকটিকিটে কোন ছবি ছিল ?**
ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ. লালবাগ কেল-া গ. বাংলাদেশের মানচিত্র ঘ. শহীদ মিনার

৪৪। **ব্রিটিশ ভারতে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন হয় কত সালে?**
ক. ১৮৯৮ সালে খ. ১৮২৫ সালে গ. ১৯৩৫ সালে ঘ. ১৮৩৫ সালে

৪৫ **১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম কাদের সাহায্য কামনা করেন?**
ক. জমিদারদের খ. কৃষকদের গ. ফকির সন্ন্যাসীদের ঘ. উঁচুবর্ণের হিন্দুদের

৪৬। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য নিম্নের কাকে ফাঁসি দেওয়া হয়?**

ক. সার্জেন্ট জহুর‍ুল হককে খ. ক্ষুদিরামকে গ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদাকে ঘ. সকলকেই

**৪৭। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ. নবাব আব্দুল লতিফ ঘ. সম্রাট আকবর

**৪৮। "ছিয়াত্তরের মন্বন্ড়র" - বাংলা কত সালে সংগঠিত হয়?**

ক. ১০৭৬ সালে খ. ১৭৭০ সালে গ. ১১৭০ সালে ঘ. ১১৭৬ সালে

**৪৯। "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির" - প্রবক্তা কে?**

ক. অগাস্টিন খ. একুইনাস গ. মন্টেস্কু ঘ. র‍ুশো

**৫০। তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সেখানে কোন বাঙালীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়?**

ক. রাজা রামমোহন রায়কে খ. অতীশ দীপঙ্করকে গ. মাইকেল মধুসূদনকে ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১। ঘ | ০২। ঘ | ০৩। খ | ০৪। খ | ০৫। ক | ০৬। খ | ০৭। খ | ০৮। গ | ০৯। ক | ১০। ক |
| ১১। গ | ১২। ক | ১৩। ক | ১৪। ক | ১৫। ক | ১৬। খ | ১৭। গ | ১৮। গ | ১৯। খ | ২০। গ |
| ২১। ক | ২২। ঘ | ২৩। খ | ২৪। গ | ২৫। গ | ২৬। গ | ২৭। গ | ২৮। খ | ২৯। খ | ৩০। গ |
| ৩১। ঘ | ৩২। গ | ৩৩। গ | ৩৪। খ | ৩৫। ক | ৩৬। খ | ৩৭। ঘ | ৩৮। ক | ৩৯। খ | ৪০। খ |
| ৪১। খ | ৪২। গ | ৪৩। গ | ৪৪। ঘ | ৪৫। গ | ৪৬। খ | ৪৭। ক | ৪৮। ঘ | ৪৯। গ | ৫০। খ |